দৈনিক জনকণ্ঠ
The daily janakantha

অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ঢাকা চেম্বারের ২০ দফা প্রস্তাব

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ঢাকা চেম্বার ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছে। এসব প্রস্তাব উপস্থাপন করতে গিয়ে ঢাকা চেম্বার বলেছে, চীন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল নেয়া এখনই জরুরী।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারী খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবনার ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজিত এ ওয়েবনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ। এ সময় তিনি দেশের অর্থনীতির ২০টি খাতের বর্তমান অবস্থা ও খাতগুলোর উন্নয়নে সুপারিশ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলমান কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার চাকা সচল রাখতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। কোভিডোত্তর অর্থনৈতিক পুনঃউদ্ধার প্রক্রিয়ায় সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। এ সময় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রফতানিমুখী শিল্পের জন্য উৎসে কর কমিয়ে দশমিক ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন।

তিনি জানান, এ পরিস্থিতির ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ ১২.৭২ শতাংশ কমেছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ২৮৭ কোটি মার্কিন ডলার। ডিসিসিআই সভাপতি চীন হতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নেয়া জরুরী বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, গত অর্থবছরে রফতানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ শতাংশ কম অর্জিত হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি ফিরে পাওয়া, অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণ ও সম্ভাবনাময় অংশীদারদের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর জোরারোপ করেন। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক খাতে উৎসে কর ০.৫ শতাংশ হতে ০.২৫ শতাংশ নামিয়ে আনলে এখাতে রফতানি আরও বৃদ্ধি পাবে। চামড়া খাতের উন্নয়নে তিনি দ্রুত সিইটিপি স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারণে এমএসএমই খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো থেকে তারা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না, এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প সুদে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ও রিফাইন্যান্সিং স্কিম আরও বেশি হারে বাস্তবায়নে তিনি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বাজেটে সরকার কর্পোরেট করসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে সরকার ও বেসরকারী খাত একযোগে কাজ করতে হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে, বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সকলকে মনোযোগী থাকতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সরকারী সব খাতে কমপ্লায়েন্স হতে হবে এবং শুভ গবর্নেন্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে ভিয়েতনামের উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন, এক্ষেত্রে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের আরও সংস্কার একান্ত জরুরী বলে মন্তব্য করেন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ব্যাংকিং খাতে আরও ডিজিটাইলাইজেশন এখন সময়ের দাবি এবং প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের ব্যাংক হিসাব না থাকায় সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নগদ আর্থিক সহায়তা সকলের মাঝে পৌঁছাতে পারেনি। মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ সম্পর্কে প্রথমদিকে আমাদের ধারণা না থাকায় স্বাস্থ্য খাতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তবে সময়ের ব্যবধানে আমরা তা কাটিয়ে উঠেছি।

তিনি জানান, আশিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোতে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে হলে, বাংলাদেশকে আশিয়ানের পর্যবেক্ষক মর্যাদা অর্জন করতে হবে, এছাড়াও তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আরও বাণিজ্য সম্প্রসারণের ওপর জোরারোপ করেন। তিনি বলেন, কোভিড মহামারী আমাদের তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ করে, মেডিক্যাল টেক্সটাইলে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে এবং দেশের বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের এ সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচনায় পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি হোসেন খালেদ, বিন্ড-এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি আবুল কাসেম খান এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম অংশগ্রহণ করেন।

ড. মাশরুর রিয়াজ কোভিড-১৯-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি মোকাবেলায় টিকে থাকা, স্থিতিশীলতা বজায়ে রাখা এবং অর্থনীতি পুনঃউদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর ফলে বৈশ্বিক চাহিদা ও সাপ্লাই দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। তিনি অর্থনীতির এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান। মাশরুর রিয়াজ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সমূহের সংস্কার ও বন্ড মার্কেটে আরও কার্যকরের ওপর জোরারোপ করেন।

হোসেন খালেদ বলেন, ব্যাংক খাত হতে সরকারের বেশি মাত্রায় ঋণ নেয়ার প্রবণতা বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহকে কমিয়ে দিতে পারে। আমাদের শিল্পখাত বর্তমানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ধরে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা মোকাবেলায় ব্যাংক ও বেসরকারী খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি পুঁজিবাজারের ওপর সকলের আস্থা বাড়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আরও বেশি হারে 'সবুজ প্রকল্প' গ্রহণের আহ্বান জানান।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

ডিসিসিআই'র ওয়েবিনার

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের তাগিদ

যুগান্তর রিপোর্ট

করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তা না হলে স্থানীয় শিল্পের পক্ষে স্বল্প সময়ে করোনার ক্ষত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে চীন থেকে সরে যাওয়া বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল নেয়া এখনই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যত দেরি হবে, দেশ ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনারে ব্যবসায়ী নেতা ও অর্থনীতিবিদরা এ তাগিদ দিয়েছেন। 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ।

> করোনায় তৈরি পোশাক খাতে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে
> —পরিকল্পনামন্ত্রী

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, বাজেটে সরকার কর্পোরেট করসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। সামনের দিনগুলোতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিতে তা অব্যাহত রাখা হবে। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্কার একান্ত জরুরি বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে। কোভিড মহামারী তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ করে মেডিকেল টেক্সটাইলে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। মূল প্রবন্ধে শামস মাহমুদ বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ ■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

কমেছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ২ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চীন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নেয়া জরুরি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি ফিরে পাওয়া, অশুল্ক বাধা দূর ও সম্ভাবনাময় অংশীদারদের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে মনোযোগী হতে হবে। আরও বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে এমএসএমই খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ব্যাংক থেকে তারা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প সুদে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ও রিফাইন্যান্সিং স্কিম আরও বেশি হারে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নেন পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. মাশরুর রিয়াজ, ডিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ, গবেষণা সংস্থা বিল্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম খান এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম।

হোসেন খালেদ বলেন, ব্যাংক খাত হতে সরকারের বেশিমাত্রায় ঋণ নেয়ার প্রবণতা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহকে কমিয়ে দিতে পারে। বর্তমানে শিল্প খাত কর্মসংস্থানের সুযোগ ধরে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ব্যাংক ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আবুল কাসেম খান বলেন, ভুয়া কোভিড সনদ নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর জন্য অবশ্যই সহায়ক কর কাঠামো থাকতে হবে। যা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উদাহরণ তৈরি করবে। তিনি সরকার ঘোষিত প্রণোদনার প্যাকেজ হতে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা যাতে ঋণ সহায়তা পেতে পারেন, সে ব্যাপারে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

আসিফ ইব্রাহীম বলেন, পুঁজিবাজার প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যুগোপযোগী না হওয়ায় কোভিড মহামারীর সময়ে প্রায় ৬৬ দিন সব ধরনের লেনদেন বন্ধ ছিল, যা সত্যিই হতাশার বিষয়। মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান, এমএইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ, বেনজীর আহমেদ, সাইফুল ইসলাম এবং সবুর খান বক্তব্য রাখেন।

The New Nation
Independent Daily

DCCI for collecting funds from external sources to reduce dependency on banks

Economic Reporter

Planning Minister MA Mannan on Saturday urged the private sector entrepreneurs to seize the opportunity of boosting export and expanding trade in the medical and textile sectors in the wake of novel coronavirus (COVID-19) pandemic.

He made the call while addressing, as the chief guest a webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective", organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

Terming the new budget as more 'business friendly' compared to those in the past, Mannan said the budget has increased a lot of facilities, including reduction of the corporate tax rate alongside facilities for individual taxpayers. "You'll get much more facilities in the coming days," he added.

He urged the private sector entrepreneurs to come up with bigger investments for the country's power, communication, medical and other infrastructural development.

The minister said Bangladesh would need to attain observer status to boost its trade among the ASEAN countries side by side it needs to boost its trade and commerce with the neighboring countries.

DCCI President Shams Mahmud said that more focus needs to be given on sourcing funds from external sources reducing dependency on bank borrowing to mitigate the budget deficit.

He also suggested reducing source tax for export oriented sectors to 0.25 percent, saying that the agriculture and agro-processing industries need to be supported and keep functional with strong local-supply chain system to ensure low-cost food security.

Due to COVID-19 impact, Shams said private investment is projected to come down to 12.72 percent in FY2019-20 compared to 23.54 percent in FY2018-19.

FDI inflow in Bangladesh fell to USD2.87 billion in 2019 compared to USD3.6 billion in 2018. In that context, in order to seize the opportunity of investment relocation from China, Bangladesh needs to frame sector specific investment road-map with strategic action plan while corporate tax needs to be rationalized.

In order to boost international trade, the DCCI President emphasized on restoring GSP facility in the USA, eliminating non-tariff barriers with partners through strong diplomatic initiatives, FTA and PTA with potential partners.

According to different international organizations, around 15-20 million people are in the risk of being unemployed due to the pandemic.

Thousands of migrants may lose their jobs and be repatriated to Bangladesh. In this situation, the DCCI President emphasized on ensuring stimulus packages to the labour intensive industries and informal sector.

Moreover, through re-skilling and up-skilling, unemployed migrants can be employed in the agriculture and other local industries, he opined.

Due to COVID-19, international buyers cancelled work orders worth USD 3.18 billion from Bangladesh. Total export of RMG declined by 18.12 percent to USD27.95 billion in FY2019-20 which was USD 34.13 billion in FY2018-19.

On this ground, Shams recommended to reduce source tax from 0.5 percent to 0.25 percent as the world export market is shrinking. Besides, cash incentives need to be rationalized and given in terms of value addition.

Shams also suggested flexible, hassle-free and collateral-free loan disbursement system under stimulus packages. He called for credit guarantee in order to allow access to stimulus packages for CMSMEs.

Chairman of Policy Exchange Dr M Masrur Reaz emphasized on survival, resilience and revival for economic recovery.

He suggested taking short-term and mid-term strategies to bring the economy back from the COVID-19 situation. He also urged the government to reduce corporate tax, turnover tax, modernize Companies Act, form policy considering COVID-19 crisis, and create a vibrant bond market for long term financing.

Hossain Khaled, managing director, Amzar Group of Industries and former president, DCCI, said the government's high bank borrowing may slow down credit flow to the private sector.

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY

COVID-19 PANDEMIC

Reform policy to tap potential in changed global scenario, businesses urge govt

Staff Correspondent

BUSINESS leaders on Saturday urged the government to reorganise its economic and development policies in line with the changed global scenario amid the COVID-19 pandemic to protect jobs and livelihoods.

They sought proper implementation of the governmentannounced stimulus package to curb the rise in unemployment at a webinar on 'Bi-annual Economic State and Future Stance of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective' organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry.

'The world economy is going through a change and many countries are looking for an alternative sourcing country other than China. We need to revisit our total industrial policy, including export and import policies, to tap into the potentials of the changed global situation,' former DCCI president Abul Kasem Khan said.

He said that the country's informal sectors should be brought under the government's stimulus package considering their contributions to employment generation and the nation's gross domestic product.

Kasem said that the false COVID-19 test reports were also hampering the employment of Bangladeshis overseas and the government should address the issue.

He urged the government to address the supply side constraints to attract foreign direct investment.

Kasem also demanded a reform in the tax policy, saying that Bangladesh was losing its competitiveness due to the existing tax structure.

'We need to be connected with ASEAN and the free trade agreements should be effective,' he added.

The photo taken on June 18, 2020 shows an official inspecting a sweater while labourers work at a garment factory in Savar on the outskirts of Dhaka. Business leaders on Saturday urged the government to reorganise its economic and development policies in line with the changed global scenario amid the COVID-19 pandemic to protect jobs and livelihoods. — AFP photo

'Investment for research and development in industries should be tax-free,' he said.

Policy Exchange chairman Masrur Reaz said that overall employment protection was important for the country as 1.6 crore people had already lost their jobs due to the COVID-19 outbreak.

'If the unemployment rate continues to increase, the country will lose its economic prosperity due to a lack of domestic demand,' he said.

Masrur suggested that the tax burden on businesses should be reduced to attract FDI alongside lowering the multiple VAT rates for the SMEs.

He also emphasised governance in the banking sector, saying that the financial sector had been struggling with non-performing loans for a long time.

He also suggested that the bond market should be developed to ensure private sector finance.

Former DCCI president Hossain Khaled said that the government's high bank

Continued on Page 11 Col. 3

Continued from page 10

borrowing might slow down credit flow to the private sector.

He said that the industries were trying hard to keep existing jobs safe and the banks and industries should run handinhand in that case.

He demanded scrapping of the provision of advanced tax, saying that 'Only Bangladesh collected AT from businesses but there is no guarantee how long we will live amid the pandemic.'

DCCI president Shams Mahmud said that more focus needed to be given on sourcing funds from external sources and reduce dependency on bank borrowing to mitigate the deficit budget.

He also suggested that the source tax for export-oriented sectors should be reduced to 0.25 per cent.

Shams emphasised restoration of the GSP facility Bangladesh enjoyed in the United States, eliminating non-tariff barriers with partners through strong diplomatic initiatives, creation of FTA and PTA with potential partners.

Chittagong Stock Exchange Ltd chairman Asif Ibrahim said that GDP-market capitalisation in Bangladesh only accounted for a mere 11.1 per cent which was not up to the expected level.

For long term project financing, an effective bond market would be a key player, he said.

Asif requested all the commercial banks to inject at least Tk 200 crore in the stock market in compliance with the directives of the Bangladesh Bank.

'It is true, we need reforms in line with the present situation and the government is doing so,' planning minister MA Mannan said.

Citing the issue of false COVID-19 test reports, he said that the achievement of the government could not be tarnished due to the wrongdoings of a few people.

The minister said that there had been problems in the beginning of the coronavirus outbreak but the government was back on track and now hospital beds and oxygen supply were available for patients.

Regarding governance in the financial sector, the minister said that good governance was a fruit of longterm output, and the government was on the right path.

Emphasising policy reforms, the minister stressed the need to look at policies adopted in the east for better regional gains.

সমকাল

করোনাপরবর্তী পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নিতে হবে এখনই

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়ছে তা মোকাবিলায় সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিলেও তার বাস্তবায়ন সবক্ষেত্রে ঠিকমতো হচ্ছে না। ব্যাংকগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দোটানায় পড়েছে। ছোট ছোট উদ্যোক্তা সহায়তা পাচ্ছেন না। অনেক সুযোগ সামনে এলেও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে তা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারঘোষিত নীতি ও প্রণোদনা সহায়তা ঠিকভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি করোনাপরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব করেছেন ব্যবসায়ীরা।

ঢাকা চেম্বারের আলোচনায় বক্তারা

গতকাল শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ব্যবসায়ীরা বলেন, করোনাপরবর্তী পরিস্থিতি ঠিকভাবে মোকাবিলা করা না গেলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য খাত বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকবে না। করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতিতে যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তা মোকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে অর্থনৈতিক বিষয়েও বিশ্ববাজার থেকে ছিটকে যেতে হবে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ করোনা মোকাবিলা করে বিশ্ববাজারে প্রবেশ শুরু করেছে। ফলে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দরকার।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ। কৃষি, তৈরি পোশাক, চামড়া, ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, এমএসএমই, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, পরিবহন, আইসিটিসহ অর্থনীতির ২০টি খাতের বর্তমান অবস্থা ও খাতগুলোর উন্নয়নে সুপারিশ উপস্থাপন করেন তিনি। শামস মাহমুদ বলেন, করোনাভাইরাস পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য এখনই পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ, চামড়া খাতের উন্নয়নে সিইটিপি স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া, এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের প্রস্তাব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বাজেটে করপোরেট কর কমানোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে সরকার বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। তিনি বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে। তিনি বলেন, এই মহামারি মেডিকেল টেক্সটাইলে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। এই সুযোগ নিতে হবে।

আরও বক্তব্য দেন, পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ বলেন, ভাইরাস নিয়ন্ত্রণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ ভাইরাস ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

[১৫ পৃষ্ঠার পর]

নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, ততক্ষণ অর্থনীতি পুরোপুরি চালু হবে না। করোনাভাইরাসের কারণে চাহিদা ও সরবরাহ দুটোই কমেছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। তিনি করপোরেট ও টার্নওভার কর কমানোর প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা আইন, কোম্পানি আইন ও কাস্টমস আইন আধুনিক করার প্রস্তাব করেন।

ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, ব্যাংক থেকে সরকার বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমবে। ইতোমধ্যে অনেক ব্যাংক চলতি মূলধন সরবরাহ করতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার অনেকে সরকার ঘোষিত প্রণোদনার ঋণ দিতে আগ্রহী হচ্ছে না। তিনি ব্যাংকের সিআরআর আরও কমানো, পাশাপাশি পুঁজিবাজারের ওপর আস্থা বাড়ানো, প্রস্তাবিত আইপিও দ্রুত বাজারে আনার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। পরিবেশ সুরক্ষায় আরও বেশি হারে 'সবুজ প্রকল্প' বাড়ানো, ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকলের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নীতিসহায়তারও দাবি জানান তিনি।

সংগঠনটির আরেক সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, ভুয়া কভিড সনদ নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ পরিস্থিতি যেন আর বাড়ে সেজন্য সরকারকে আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এখন বিদেশ থেকে কর্মীরা ফিরে আসছে, ব্যবসায়ীরাও ফিরে এলে বিপদ বড় হবে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি কোনো ক্ষেত্রেই খুব ভালোভাবে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকার অনেক কিছু করতে চাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়ন পর্যায়ের দুর্বলতার কারণে তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ দরকার।

সংগঠনের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের জিডিপি ও পুঁজিবাজারের অনুপাত মাত্র ১১ দশমিক ১ শতাংশ, যা তুলনামূলভাবে এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে অনেক কম। বন্ড মার্কেটও কার্যকর নয়। কিন্তু এ দুটো খাতকে শক্তিশালী করা গেলে অর্থায়ন সমস্যা দূর হতে পারে। করোনাপরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারকে এ খাতে নীতি ও প্রণোদনা দিয়ে আকর্ষণীয় করতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় সংগঠনটির সাবেক সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান, এম এইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, বেনজীর আহমেদ, সাইফুল ইসলাম এবং সবুর খান মতামত ব্যক্ত করেন। রাশেদ মাকসুদ খান বলেন, চামড়া খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, এটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। এম এইচ রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বেকারত্ব বাড়ছে। চাহিদা কমছে। ফলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বেই। এজন্য এখনই পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা দরকার।

আফতাব-উল ইসলাম বলেন, করের আওতা বাড়াতে হবে। নতুবা ব্যবসা বাড়ানো যাবে না। আর সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থায়ন সহজ করতে বন্ড মার্কেটকে আকর্ষণীয় করতে হবে। বেনজীর আহমেদ সব ধরনের লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান। সাইফুল ইসলাম বলেন, করোনা মহামারি বাংলাদেশের জন্য ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এবং তা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। সবুর খান বলেন, কভিড-১৯ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এবং এ খাতের আরও সম্প্রসারণে নীতি সহায়তা দরকার।

প্রকাশনার ৬ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

কিছু অসাধু ব্যক্তির কাজের কারণে বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে

—— পরিকল্পনামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেছেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের কারণে দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। এগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করা দরকার। সরকার সেদিকেই যাচ্ছে। তবে এ চেষ্টা শুধু সরকারেই সীমাবদ্ধ থাকলে সুফল আসবে না। সবাইকে এ ধরনের মানসিকতা পরিত্যাগে মনোযোগী হতে হবে। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত এক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ। অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্যের ওপর ঢাকা চেম্বার একটি আউটলুক প্রকাশ করে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, আর্থিকখাতের স্বচ্ছতা জোরদারে সরকার এখন গুড গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠায় জোরালো পদক্ষেপে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি সব খাতে এই কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর আরও সংস্কার করা হবে। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে আরও ডিজিটাইলাইজেশন এখন সময়ের দাবি। তবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সরকার ও বেসরকারি খাতকে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ দেশের অর্থনীতির ২০টি খাতের সুপারিশ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলমান কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার চাকা সচল রাখতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তিনি কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উৎসে কর কমিয়ে দশমিক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ, চীন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি ফিরে পাওয়া, অন্তরায় বাধা দূর ও সম্ভাবনাময় অংশীদারদের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং চামড়াখাতের উন্নয়নে দ্রুত সিইটিপি স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার প্রস্তাবও রাখেন তিনি।

ডিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, ব্যাংকখাত থেকে সরকারের বেশিমাত্রায় ঋণ নেয়ার প্রবণতা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনার প্যাকেজ থেকে বিশেষ করে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা যেন ঋণ সহায়তা পেতে পারেন, সে বিষয়ে সরকারের আরও মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দেন সংগঠনটির আরেক সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান।

প্রথম আলো

শিল্প খাতের জন্য কী দরকার

করোনাভাইরাসের কারণে পোশাক রপ্তানি কমেছে। চামড়াশিল্প আগে থেকেই ধুঁকছে। হালকা প্রকৌশলের সম্ভাবনাও কাজে লাগানো যায়নি। এই প্রেক্ষাপটে দেশের প্রধান শিল্পগুলোকে এগিয়ে নিতে ঢাকা চেম্বারের কিছু সুপারিশ

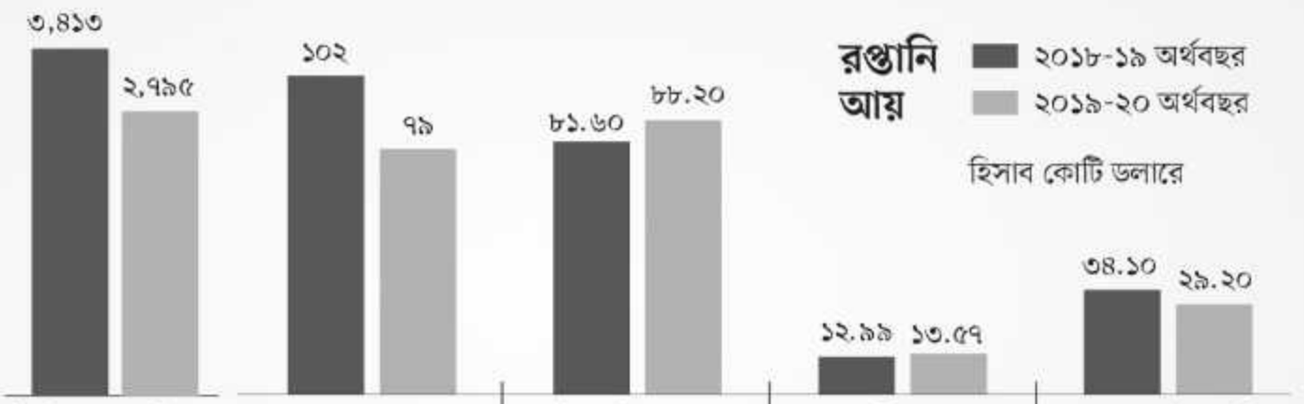

সুপারিশ

তৈরি পোশাকশিল্প
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং
- বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে জোর
- উৎসে কর ০.২৫% বজায় রাখা

চামড়া ও চামড়া পণ্য
- এলডব্লিউজি সনদ অর্জনের উদ্যোগ
- কোরবানির আগে উদ্যোক্তাদের ঋণ
- রাসায়নিকের ওপর শুল্ক হ্রাস

পাট ও পাটজাত পণ্য
- বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে জোর
- পাটের কাগজ তৈরির উদ্যোগ
- পাটপণ্যে ভ্যাট অব্যাহতি

ওষুধ শিল্প
- নতুন বাজার সম্প্রসারণ
- শিল্পপার্কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন
- গবেষণায় বিনিয়োগ

হালকা প্রকৌশল শিল্প
- খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনে ভ্যাট অব্যাহতি
- উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ
- শিল্পপার্কের কাজ দ্রুত

অব্যবস্থাপনায় কমবে ব্যবসার সুযোগ

ঢাকা চেম্বারের আলোচনা

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

করোনাভাইরাস সংক্রমণ কমাতে না পারলে অর্থনীতি পুরোপুরি সচল করা যাবে না। আবার ভাইরাস শনাক্তে নকল সনদ ও অব্যবস্থাপনা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগও নষ্ট হবে। তখন নীতিসহায়তা দিয়েও কোনো কাজ হবে না।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) আয়োজনে 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা এসব কথা বলেন। তাঁরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের দাবি জানান। গতকাল শনিবার আয়োজিত এই আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ।

বাংলাদেশ থেকে জাপান ও কোরিয়ার পর ইতালিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, 'আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। অনেক দেশে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বন্ধ হবে যদি আমরা স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারি। করোনা শনাক্তের কিছু নকল সনদের কারণে বিদেশ থেকে শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক। এটি নিয়ন্ত্রণ না করে যতই পরিকল্পনা ও নীতিসহায়তা গ্রহণ করা হোক না কেন, তা বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

> করোনা শনাক্তের কিছু নকল সনদের কারণে বিদেশ থেকে শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক।
>
> **আবুল কাসেম খান**, সাবেক সভাপতি, ঢাকা চেম্বার

যতক্ষণ পর্যন্ত করোনাভাইরাস ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা যাবে না, ততক্ষণ অর্থনীতিও পুরোপুরি সচল করা যাবে না বলে মন্তব্য করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান ধরে রাখতে উদ্যোগ নিতে হবে। চাকরি না থাকলে মানুষের আয় কমে যাবে। তাতে পণ্যের চাহিদা কমে যাবে। সেটি হলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অনেক বেশি সময় লাগবে।

কর্মসংস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি বিনিয়োগ চাঙা করতে বেশ কিছু পরামর্শ দেন মাশরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, বিনিয়োগ টানতে নীতিসহায়তা দিতে হবে। করপোরেট কর কমানো হলেও এখনো তা থাইল্যান্ড ও ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পূর্বাভাস হচ্ছে, বৈশ্বিক বাণিজ্য ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেবে করোনা। তাই আমাদের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে যেতে হবে। রপ্তানি খাতেও সংস্কার আনতে হবে। এ জন্য ভ্যাটের হার ও টার্নওভার কর কমানোর পরামর্শ দেন তিনি।

মূল প্রবন্ধে প্রধান প্রধান শিল্প ও সেবা খাতকে এগিয়ে নিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে, তা তুলে ধরেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ। তিনি বলেন, কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকারের নীতিসহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। চীন থেকে স্থানান্তরিত বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নিতে হবে। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত ব্যাংক থেকে প্রণোদনা প্যাকেজ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

> চীন থেকে স্থানান্তরিত বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নিতে হবে।
>
> **শামস মাহমুদ**, সভাপতি, ঢাকা চেম্বার

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করায় অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন আবুল কাসেম খান। তিনি বলেন, বেশির ভাগ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করছে। করোনায় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে ব্যাংকগুলো এমন উদ্যোগ নেওয়ায় বেসরকারি খাতের ঋণের অর্থ বন্ডে চলে যাচ্ছে। এতে এমএসএমই খাত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ট্রেজারি বন্ডে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আবুল কাসেম খান আরও বলেন, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান অনেক। তাই তাদেরকে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসার উপায় বের করতে হবে। কর্মসংস্থান ধরে রাখতে করপোরেট করহার কমানো দরকার। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি, আমদানি-রপ্তানি নীতি সংস্কার, কাঁচামাল উৎপাদনে নজর দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।

করোনায় সরকারের রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের ধস নেমেছে। তাই ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার দিকে ঝুঁকছে সরকার। তবে ব্যাংক খাত থেকে বেশি মাত্রায় ঋণ নিলে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেন ঢাকা চেম্বারের আরেক সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ। তিনি বলেন, 'আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। কর্মসংস্থান ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। পুঁজি ভেঙে হলেও কারখানা চালু রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।' পুঁজিবাজারকে চাঙা করতে দ্রুত নতুন আইপিও নিয়ে আসা এবং বর্তমান বাস্তবতায় ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যবহারে নীতিসহায়তার দাবি করেন তিনি।

দেশের বন্ড মার্কেটকে কার্যকর করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে সেগুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসার আহ্বান জানান ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর প্রস্তাব, বাংলাদেশ ব্যাংক আরও বেশি হারে ট্রেজারি চালান ক্রয় করুক।

ঢাকা চেম্বারের আরেক সাবেক সভাপতি সবুর খান বলেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। এখনো যাতে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি, সে জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমাদের ভাবমূর্তির উন্নয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম বড় উদাহরণ। তারা শুধু ডিসিপ্লিন আর সুশাসনের জন্য অনেক দূর চলে গেছে।'

সুশাসন নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে মনে করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, সুশাসন নিয়ে সরকার কেন ভয় পাবে। এটি সরকারের জন্য লাভজনক। তবে দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শুধু তৈরি পোশাক কারখানায় নয়, সরকারের সব খাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

করোনা শনাক্তে নকল সনদের বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বিষয়গুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে সবার মনোযোগী হওয়া দরকার। করোনা নিয়ন্ত্রণে ভিয়েতনামের উদাহরণ আমরা অনুসরণ করতে পারি।' ব্যবসায়ীদের পরামর্শ ও দাবিদাওয়া সরকারের ওপর মহলে তুলে ধরার আশ্বাস দেন তিনি।

আলোচনায় আরও অংশ নেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান, এম এইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, বেনজীর আহমেদ, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

THE ASIAN AGE
your access to information

'Public-private joint efforts needed to face COVID-19 situation'

▶AA News Desk

Planning Minister MA Mannan on Saturday urged the private sector entrepreneurs to seize the opportunity of boosting export and expanding trade in the medical and textile sectors in the wake of novel coronavirus (COVID-19) pandemic.

He made the call while addressing as the chief guest a webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective", organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). DCCI President Shams Mahmud

▶See page 11 col 1

presented a key-note paper at the webinar, reports BSS. Terming the new budget as more 'business friendly' compared to those in the past, Mannan said the budget has increased a lot of facilities, including reduction of the corporate tax rate alongside facilities for individual taxpayers.

"You'll get much more facilities in the coming days," he added.

He also underscored the need for joint endeavors by the public and private sectors to face the COVID-19 situation.

The Planning Minister said the private sector is taking the lead role in many countries to develop infrastructures. "We'll also have to go to that direction," he added.

He urged the private sector entrepreneurs to come up with bigger investments for the country's power, communication, medical and other infrastructural development.

Stressing the need for enhancing the use of technology, Mannan said much more digitalization is now the demand of time in the banking sector.

He said Bangladesh would need to attain observer status to boost its trade among the ASEAN countries side by side it needs to boost its trade and commerce with the neighboring countries.

The planning minister urged all to remain alert so that the image of the country is not tainted due to the unholy work of anyone.

"Not only the government, the private sector will also have to be much more attentive," he added.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

ডিসিসিআইর অভিযোগ

প্রণোদনার ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনাভাইরাসের কারণে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বা এমএসএমই খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার তথ্য দিয়েছে দেশের প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-ডিসিসিআই। সংগঠনটি বলেছে, ব্যাংক থেকে এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীরা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প সুদে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ও রিফাইন্যান্সিং স্কিম আরও বেশি হারে বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জাতীয় বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি-জিডিপির ৪ থেকে ৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত। গতকাল ডিসিসিআই আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় মূল প্রবন্ধে উপস্থাপন করে এসব কথা বলেন সংগঠনটির সভাপতি শামস মাহমুদ।

শেয়ার বিজ
The Daily Share Biz
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

ছবি
শেয়ার বিজ

ঢাকা চেম্বারের ওয়েবিনারে বক্তারা

কভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

কভিড-১৯-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি মোকাবিলায় টিকে থাকা, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গতকাল ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ওয়েবিনারে তারা বলেন, কভিড-১৯ এর ফলে বৈশ্বিক চাহিদা ও সাপ্লাই দুটোই উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে। অর্থনীতির এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

গতকাল 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ, যেখানে দেশের অর্থনীতির ২০টি খাতের বর্তমান অবস্থা ও খাতগুলোর উন্নয়নে সুপারিশ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলমান কভিড মহামারি পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার চাকা সচল রাখতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, কভিড-উত্তর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উৎসে কর কমিয়ে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন। তিনি জানান, এ পরিস্থিতির ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ কমেছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে দুই দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার। ডিসিসিআই সভাপতি চীন হতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নেওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, গত অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ শতাংশ কম রপ্তানি অর্জিত হয়েছে। ডিসিসিআই'র সভাপতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি ফিরে পাওয়া, অশুল্ক বাধাগুলো দূরীকরণ ও সম্ভাবনাময় অংশীদারদের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর জোরারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা বলেন, বাজেটে সরকার করপোরেট করসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে সরকার ও বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করতে হবে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে, বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি সব খাতে কমপ্লায়েন্স হতে হবে এবং গুড গভর্ন্যান্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণে ভিয়েতনামের উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন, এক্ষেত্রে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর আরও সংস্কার জরুরি বলে মন্তব্য করেন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ব্যাংক খাতে আরও ডিজিটাইলাইজেশন এখন সময়ের দাবি এবং তিনি উল্লেখ করেন, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের ব্যাংক হিসাব না থাকায় সরকার কভিড-১৯ মোকাবিলায় নগদ আর্থিক সহায়তা সবার মাঝে পৌঁছাতে পারেনি।

মন্ত্রী বলেন, কভিড-১৯ সম্পর্কে প্রথমদিকে আমাদের ধারণা না থাকায় স্বাস্থ্য খাতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তবে সময়ের ব্যবধানে আমরা তা কাটিয়ে উঠেছি। তিনি জানান, আশিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোতে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে হলে, বাংলাদেশকে আশিয়ানের পর্যবেক্ষক মর্যাদা অর্জন করতে হবে, এছাড়াও তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আরও বাণিজ্য সম্প্রসারণের ওপর জোরারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচনায় পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ, বিল্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান এবং চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম অংশগ্রহণ করেন।

ড. মাশরুর রিয়াজ কভিড-১৯-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি মোকাবিলায় টিকে থাকা, স্থিতিশীলতা বজায়ে রাখা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলে মন্তব্য করেন। তিনি করপোরেট কর, টার্নওভার কর প্রভৃতি কমানোর প্রস্তাব করেন এবং কোম্পানি আইনের যুগোপযোগীকরণ। মাশরুর রিয়াজ কভিড-১৯ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নীতিমালাগুলোর সংস্কার ও বন্ড মার্কেট আরও কার্যকরের ওপর জোরারোপ করেন। হোসেন খালেদ বলেন, ব্যাংক খাত হতে সরকারের বেশিমাত্রায় ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহকে কমিয়ে দিতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের শিল্প খাত বর্তমানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ধরে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা মোকাবিলায় ব্যাংক ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি পুঁজিবাজারের ওপর সবার আস্থা বাড়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আরও বেশি হারে 'সবুজ প্রকল্প' গ্রহণের আহ্বান জানান।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

ডিসিসিআইয়ের ওয়েবিনার

সরকারি প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির সব খাতই কমবেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে। ক্ষতি সামলে অর্থনীতি সচল রাখতে সরকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে। নভেল করোনাভাইরাস-পরবর্তী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য এ সরকারি প্রণোদনা ও নীতিসহায়তার সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা।

ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ। তিনি বলেন, চলমান কভিড মহামারী পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার চাকা সচল রাখতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। কভিড-উত্তর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সরকারের যথাযথ নীতিসহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে, বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে।

পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ বলেন, কভিড-১৯-এর ফলে বৈশ্বিক চাহিদা ও সাপ্লাই দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। তিনি অর্থনীতির এ অবস্থা উত্তরণে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, আমাদের শিল্প খাত বর্তমানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ধরে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবেলায় ব্যাংক ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বিল্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণসহায়তা দেয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এখনো প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যুগোপযোগী না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান, এমএইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, বেনজীর আহমেদ, সাইফুল ইসলাম ও মো. সবুর খান। ওয়েবিনারে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন ডিসিসিআইয়ের উর্ধ্বতন সহসভাপতি এনকেএ মবিন ও সহসভাপতি মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নান

কিছু অসাধু ব্যক্তি ইমেজ নষ্ট করছে

কাগজ প্রতিবেদক : বাজেটে সরকার করপোরেট করসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। কিছু অসাধু ব্যক্তির অসৎ কাজের জন্য দেশ-বিদেশে আমাদের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিষয়গুলো যেন পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে মনোযোগী হতে হবে।

গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত শীর্ষক ওয়েবনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান।

এম এ মান্নান বলেন, সরকারি সব খাতে কমপ্লায়েন্স হতে হবে এবং গুড গর্ভনেন্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণে ভিয়েতনামের উদাহরণ উপস্থাপন করে তিনি বলেন,

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এক্ষেত্রে আমরা তা অনুসরণ করতে পারি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর আরো সংস্কার জরুরি বলে মন্তব্য করেন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ব্যাংকিং খাতে আরো ডিজিটাইলাইজেশন এখন সময়ের দাবি।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের ব্যাংক হিসাব না থাকায় সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নগদ আর্থিক সহায়তা সবার মধ্যে পৌছাতে পারেনি। মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ সম্পর্কে প্রথমদিকে আমাদের ধারণা না থাকায় স্বাস্থ্য খাতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তবে সময়ের ব্যবধানে আমরা তা কাটিয়ে উঠেছি। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ, যেখানে দেশের অর্থনীতির ২০টি খাতের বর্তমান অবস্থা ও খাতগুলোর উন্নয়নে সুপারিশ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলমান কোভিড মহামারি পরিস্থিতিতে জীবন-জীবিকার চাকা সচল রাখতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উৎসে কর কমিয়ে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন। তিনি জানান, এ পরিস্থিতির ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ কমেছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ২ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডিসিসিআই সভাপতি চীন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও কৌশল এখনই নেয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, গত অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ শতাংশ কম রপ্তানি অর্জিত হয়েছে। চামড়া খাতের উন্নয়নে তিনি দ্রুত সিইটিপি স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের স্বল্পসুদে ঋণ দেয়ার প্রস্তাব করেন। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচনায় পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ, বিল্ড-এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান এবং চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম অংশগ্রহণ করেন। মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান, এম এইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ, বেনজীর আহমেদ, সাইফুল ইসলাম এবং মো. সবুর খান মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহসভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস এবং সহসভাপতি মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন ওয়েবনারে অংশ নেন।

The Daily Star

Stimulus packages fall flat for implementation delays: ex-DCCI presidents

STAR BUSINESS REPORT

The government-announced stimulus packages failed to serve their purpose, which was to swiftly rejuvenate economic activities and protect jobs of millions, due to delays in their implementation, said leading businesspeople and an economist yesterday.

As a result, jobs continue to be lost, some 16 million so far, because of the coronavirus pandemic which has been severely affecting the economy.

The government announced stimulus packages amounting to more than Tk 103 lakh crore to help micro, small, medium and large enterprises face the fallouts of Covid-19.

However, most of the enterprises, especially the micro, cottage and small ones, are yet to avail money from the fund for utilisation during the pandemic to avert financial and job losses.

In some cases, the situation had turned so acute that entrepreneurs of the micro, cottage and small enterprises are even losing capital as their sales have declined significantly.

The image crisis created over a private hospital issuing fake coronavirus test certificates may have adverse impacts on the international trade of Bangladesh, said the businesspeople.

They said the Italian authorities sent back more than 100 Bangladeshis last week centring the falsification.

If something similar happens to involve businesspersons and any country sends them back, the image crisis would severely affect Bangladesh's international trade.

"So, we should do something immediately so that our image is brightened and rebuilt before the world and nobody falls victim to being told to return in any airport of the world," said Sabur Khan, a former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

"I also feel that this is the time to establish good governance," he told a virtual discussion on "Bi-annual economic state and future stance of Bangladesh economy: private sector perspective" organised by the DCCI.

Nine former DCCI presidents, an economistand Planning Minister MA Mannan participated at the event which was moderated by incumbent DCCI President Shams Mahmud.

Khan's views were echoed by Mannan.

"Unfortunately a few people have been damaging our image during this time of crisis as well as the time of rebounding," he said.

The minister cited the example of Vietnam, saying that the country has so far been successful in tackling the pandemic and safeguarding the economy with discipline.

He said the government was unable to disburse money from the social safety net programmes for many beneficiaries as they do not have bank or mobile financial service accounts.

Mannan suggested that businesspeople explore export potential of the Asian markets such as China, India, Japan, Sri Lanka and Nepal for increasing the country's trade.

"You can also do a lot of business even with Myanmar although there are some problems," the minister said.

He also highlighted the need for obtaining observer status in the Association of Southeast Asian Nations to expand trade with the member states.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

Among the former DCCI presidents, Benjir Ahmed suggested that the government bring reforms in policies so that Chinese investment alongside work orders for the garment sector could quickly reach Bangladesh.

For instance, 21 types of permissions are needed for starting a garment factory in Bangladesh which is very discouraging for entrepreneurs, he said.

Ahmed suggested immediate implementation of the stimulus packages so that nobody ended up losing their jobs.

The Italian incident will have a negative impact on international trade of Bangladesh, said another former DCCI president, Sayeeful Islam. He also advocated for exploring opportunities in China.

Aftab Ul Islam suggested that entrepreneurs meet their financial needs from the capital market so that the pressure on the banking sector could reduce significantly.

If the entrepreneurs take money from the capital markets for investment rather than from the banking system, the percentage of nonperforming loans will also decline.

He also suggested that the government go for low cost borrowing from external sources to reduce dependence on the banking sector.

MH Rahman said the reduction in inflow of foreign remittance would usher a financial crisis which would affect the demand side of the consumers.

Decreasing demand will affect production in the factories and thus lead to unemployment. So Bangladesh needs to attract foreign direct investment from China now, he said.

Hossain Khaled, managing director of the Anwar Group of Industries, said borrowing past the predetermined target by the government from the banking system would affect the money flow to the private sector investors.

He also suggested that the government go for low cost borrowing from foreign sources to reduce pressure on the banking sector.

Abul Kasem Khan suggested that the government take measures to avoid a repetition of the return incident. Such incidents tarnish the image of the country, he said.

"Non-implementation of bailout packages is our collective failure and let us solve this issue collectively," he said.

Asif Ibrahim said the 11 per cent stock market capitalisation to GDP ratio of Bangladesh was the lowest among South Asian nations.

So the ratio of nonperforming loans is also high here, he said, adding that supplying money to the cottage, micro and small enterprises was a must if the country wanted to make the economy vibrant again.

Rashed Maksud Khan called for completing the construction of an effluent treatment plant at the new leather estate in Savar so that local exporters could get proper prices from foreign buyers from the sale of leather.

"We need to take measures to protect our overall employment as some 16 million people have already lost their jobs," said Masrur Reaz, chairman of Policy Exchange, a local think-tank.

It took seven years to revive the global economy after the recession of 2007 and 2008, he said.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL

Build roadmap to attract more FDI: DCCI

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh needs to frame sector-specific investment roadmap with strategic priorities to seize the opportunity from investment relocation from China, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has said on Saturday.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) president Shams Mahmud made the suggestion, saying that both demand and supply-side shock weakened Bangladesh's international trade during the coronavirus pandemic.

The suggestions were made at a webinar titled 'Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy' organized by DCCI.

Planning Minister MA Mannan, Policy Exchange Chairman Dr. M. Masrur Reaz, Former DCCI president and BUILD chairman Abul Kasem Khan, Chittagong Stock Exchange Chairman Asif Ibrahim, Anwar Group of Industries Managing Director Hossain Khaled also joined the webinar, among others. Due to coronavirus impact, private investment is projected to down to 12.72 per cent in 2019-20 fiscal compared to 23.54 per cent in 2018-19 fiscal. FDI inflow in Bangladesh fell to $2.87 billion in 2019 compared to $3.6 billion in 2018.

To boost international trade, the DCCI president also emphasized on restoring GSP facility in the USA, eliminating non-tariff barriers with partners through strong diplomatic initiatives, and signing of free trade agreements (FTA) and preferential trade agreements (PTA) with potential partners.

"More focus needs to be given on sourcing funds from external sources reducing dependency on bank borrowing to mitigate the deficit budget," said Shams Mahmud.

Agriculture and agro-processing industry need to be supported and remain functional with strong local-supply chain system to ensure low-cost food security, he added.

DCCI also emphasized on ensuring stimulus packages to the labour-intensive industries and informal sector. Moreover, through re-skilling and up-skilling, unemployed migrants can be employed in agriculture and other local industries.

Terming the leather sector a booming one, Shams Mahmud strongly recommended establishing CETP, ensuring low-cost loans for the tanners and reduction of duty on import of chemicals. Addressing the programme, Planning Minister Abdul Mannan said all the sectors should be compliant like the RMG sector.

Emphasizing on policy reforms, the minister stressed on looking at the east policy for better regional gain, but in terms of business, every door should be opened. Mentioning that medical textile has emerged worldwide, he called upon the private sector to grab this opportunity.

For infrastructure development, the minister also invited the private sector to come forward, assuring that the government will extend cooperation to the private sector in this regard.

Policy Exchange Chairman Dr. M. Masrur Reaz emphasized on survival, resilience and revival for economic recovery as the global demand and supply have been declined due to the global pandemic.

Former DCCI president Hossain Khaled said the government's high bank borrowing may slow down credit flow to the private sector.

"We should take more green projects. We have surplus electricity now, introducing electric vehicles may reduce extensive fuel dependency," he said.

the daily observer
We stand for people's rights

DCCI WEBINAR

Medical textile opens new door for RMG sector: Mannan

Planning Minister MA Mannan

Business Correspondent

Planning Minister MA Mannan said that all sectors of the economy should be compliant like RMG sector. Good governance is a fruit of long term output. Emphasizing on policy reforms, the minister laid emphasis on look east policy for better regional gain. But in terms of business, every door should be left open, he emphasized.

The Minister said at a virtual seminar on Saturday organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry. He said the government is giving priority to agriculture sector. To get an observer status in the ASEAN, government is working, he informed.

In line with RMG and textile manufacturing, a new avenue -- medical textile has emerged worldwide in the wake of Covid pandemic.

He called upon the private sector to grab this opportunity. For infrastructure development, he also invited private sector to come forward and government will facilitate the private sector in this regard.

DCCI president Shams Mahmud said that more focus needs to be given on sourcing funds from abroad reducing dependency on bank borrowing to mitigate the deficit budget.

He also suggested reducing tax at source for export oriented sectors to 0.25 per cent. Agriculture and agro processing industry need to be supported and remain functional with strong local supply chain system to ensure low-cost food security, he told.

He said due to COVID-19 impact, private investment is projected to down to 12.72 per cent in FY2019-2o compared to 23.54 per cent in FY2018-19. FDI inflow in Bangladesh fell to USD2.87 billion in 2019 compared to USD3.6 billion in 2018. In that context, he said Bangladesh should make every effort to seize the opportunity of investment relocation from China.

Bangladesh needs to frame sector specific investment road-map with strategic action plan and corporate tax needs to be rationalized for this purpose.

Due to COVID-19 outbreak, both demand and supply side shock weakened the international trade of Bangladesh.

In FY2019-20, total export was USD33.67 billion which is 25.99 per cent less than export target and 16.93per cent less than FY2018-19. In order to boost international trade, he emphasized on restoring GSP facility to the USA, eliminating non-tariff barriers with partners through strong diplomatic initiatives, FTA and PTA with potential partners.

Around 15-20 million people are in the risk of being unemployed due to the pandemic. Thousands of migrants may lose their jobs and will repatriate to Bangladesh. In this situation, the DCCI President emphasized on ensuring stimulus packages to labour intensive industries and informal sector.

Moreover, through re-skilling and up-skilling, unemployed migrants can be employed in the agriculture and other local industries, he said.

Chairman of the Policy Exchange Dr M. Maseur Reaz emphasized on survival, resilience and revival for economic recovery. Global Demand and supply declined due to covid 19. He suggested for short and mid-term strategy to bring economy back from covid situation.

He also urged to reduce corporate tax, turn-over tax, modernize Companies Act, form policy considering covid crisis, and create a vibrant bond market for long term financing.

The Financial Express

Strategise plan to harness China exit prospect: DCCI

FE REPORT

Mannan stresses shifting gear as medical textiles offer opportunity

Bangladesh needs specific roadmap alongside a strategic action plan for attracting foreign investors willing to relocate their plants from China, a business leader says.

"To attract FDI, such a planning may be effective," said president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, DCCI, Shams Mahmud on Saturday while presenting a paper at a programme.

His comments came as the flow of foreign direct investment into Bangladesh had fallen to US$2.87 billion in in 2019 against $3.6 billion a year earlier.

To improve the situation, corporate tax rate should be rationalised.

Mr. Mahmud said there is also need for restoring the GSP facility in the United States to boost export, which dipped by 18 per cent to $27.95 billion in the just-concluded fiscal year.

Raising overseas sales is also contingent upon reducing source tax to 0 .25 per cent from 0.50 per cent.

He suggested signing free trade agreements with the country's major trading partners to boost commerce.

Speaking at the DCCI programme, planning minister MA Mannansaid medical textile may be a new product in the export basket, amid the coronavirus pandemic

He said local clothing makers may take this opportunity to boost shipments.

"We can take the advantage of making masks and PPE and export those to the global market," the minister said.

Replying to a question about expanding trade with Southeast Asian nations, Mr. Mannan said Bangladesh needs to get an observer status in the ASEAN forum for boosting trade with the member countries of the regional bloc.

He said Bangladeshi exporters typically focus on the west, but now they need to look at the East and even at the neighbouring countries, including India, Sri Lanka, Pakistan and Nepal.

Mr. Mannan said technology is shifting fast and Bangladesh also needs to take measures to optimise the "new normal." "We need to expand further the cyberspace and need to involve the ICT division and other ministries," he said, adding digitalisation is important for the banking sector too.

Continued to page 7 Col. 6

Continued from page 8 col. 3

Dr. Mashrur Reaz, who was a panelist, said the country's exports need to be diversified and for this reason, tariff reduction may be one instrument.

"Bonded warehouses are very much successful for the clothing sector and this system should be equally applied to other sectors," he argued.

He said the 1994 companies act needs to be amended to serve both local and foreign investors.

Dr. Reaz said the country's ailing financial sector and tax administration need to be modernised in order to serve the economy efficiently.

He said the corporate bond market development is also important for long-term financing.

Hossain Khaled, a former president of the DCCI, raised the issue of financing, noting many cannot run factories for lack of capital, though non-performing loan in the banking sector is around 9.0 per cent. "I have talked with many rice millers and they informed me they have been running their mills at best 35 per cent of the capacity."

On budget financing, Mr. Khaled said domestic borrowing target is too high and the government should explore external sources to reduce the internal reliance.

On the capital market, the former DCCI president said short sale should be introduced to attract more investors. Short sale is the transaction of stock the seller does not own.

Abul Kasem Khan, chairman at the BUILD, said Bangladesh should now put emphasis on the health issue.

He said many Bangladeshis are failing to enter many countries on health grounds. He said this is a serious issue and it should be addressed immediately.

Speaking about the stock market, another ex-DCCI president Asif Ibrahim said the central bank asked banks to invest Tk. 2.0 billion in the capital market.

But he noted that only a few banks had invested and most of the banks refrained from investing.

He said the Bangladesh Bank directive should be followed to help revive the capital market. He said many IPOs (initial public offering) are in the pipeline, but quality offerings are lacking.

He suggested that the Bangladesh Securities and Exchange Commission should be reformed in collaboration with chamber bodies, stock exchanges, merchant banks and the Financial Reporting Council.

Mr. Ibrahim said long-term infrastructure development financing should come from the capital market.

jasimharoon@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

করোনার ভুয়া রিপোর্টে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা ব্যবসায়ীদের

শক্ত হাতে ধরা উচিত বলে মনে করেন পরিকল্পনামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। কোথাও কোথাও বিমান যোগাযোগ বন্ধ। ইউরোপের দেশ ইতালি আগামী তিন মাস বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) এক আলোচনা সভায়ও ইস্যুটি উঠে এসেছে। ঐ আলোচনায় উপস্থিত পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানও এ বিষয়টিতে ইঙ্গিত করে বলেন, কিছু ব্যক্তির কাজের কারণে ভাবমূর্তি সংকট তৈরি হতে পারে। এটি বন্ধ করতে দায়ীদের শক্ত হাতে ধরা উচিত বলেও মত দিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের ফুটো এখন বন্ধ করা প্রয়োজন।

'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট' শীর্ষক ঐ আলোচনায় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরাও তাদের মতামত তুলে ধরেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডিসিআইর সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান বলেন, মেডিক্যাল রিপোর্ট (করোনার) মিথ্যা হওয়ায় আমাদের ভাবমূর্তির ওপর আঘাত নিয়ে আসবে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের লজ্জায় ফেলে দেবে। আমরা যতই উন্নতি করি, যদি বৈশ্বিক এরিয়াতে (এই কারণে) যদি প্রবেশ করতে না পারি—তবে অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা করোনার এই ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে দেশের সার্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আনার লক্ষ্যে ব্যবসা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে সংস্কারের দাবি জানান। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষেত্রে করের ভার ও নতুন শর্ত কিংবা বাধ্যবাধকতা আরোপ করায় নিজেদের অসন্তোষের কথা জানান। তারা বলেন, এনবিআরের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার কারণে আবার ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ তৈরি হবে। ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি হোসেন খলেদ বলেন, এই দেশে করের হার সবচেয়ে বেশি। অগ্রিম আয়কর ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই, কিন্তু এখানে আছে।

সংগঠনের আরেক সাবেক সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম বলেন, এই বৈশ্বিক মহামারি অবস্থায় এনবিআরকে বিশাল রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। এখন 'অত্যাচার' চালাবে আমাদের ওপর। এক দিকে বলছি, বাঁচাতে হবে—অন্য দিকে টেনে ধরে রাখছি।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. মাশরুর রিয়াজও বাংলাদেশ করহার অনেক বেশি বলে মন্তব্য করেন। প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী দেশগুলোর করহার ব্যবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, এত বেশি হারে করহার হলে বিনিয়োগ আনা কঠিন। অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে হলে মধ্যমেয়াদি কৌশল নেওয়া ছাড়াও বৈদেশিক বিনিময় হার, বিরোধ নিষ্পত্তি, কোম্পানি আইনের মতো বিষয়গুলোকে বাস্তবতার নিরিখে সংস্কারের পরামর্শ দেন তিনি। একই সঙ্গে ধুঁকতে থাকা আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে কঠোর হওয়ারও পরামর্শ দেন।

শামস মাহমুদ অপেক্ষাকৃত ছোট উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার আওতায় ঋণ পাওয়া সহজ করতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করার পাশাপাশি আর্থিক খাত তদারকির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর অ্যাডভাইজরি কমিটি (এফএসএসি) গঠনের তাগিদ দেন।

এ সময় পরিকল্পনামন্ত্রী করোনা পরিস্থিতির সহসা উত্তরণ না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে এর সঙ্গে মানিয়ে চলার ওপর গুরুত্ব দেন। করোনাকে এক ধরনের নির্বিষ সাপের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, এটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাস করতে হবে। এখন এই চিন্তা করতে হবে।

দেশ রূপান্তর

করোনার ভুয়া রিপোর্ট

বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

সম্প্রতি করোনাভাইরাসের ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। কোথাও কোথাও বাংলাদেশ থেকে বিমান যোগাযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপের দেশ ইতালি আগামী তিন মাস বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) এক আলোচনা সভায়ও ইস্যুটি উঠে এসেছে।

ডিসিসিআইয়ের ওই ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানও এ বিষয়টিতে ইঙ্গিত করে বলেন, কিছু ব্যক্তির কাজের কারণে ভাবমূর্তি সংকট তৈরি হতে পারে। এটি বন্ধ করতে দায়ীদের শক্ত হাতে ধরা উচিত বলেও মত দিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের ফুটো এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন।

'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট' শীর্ষক ওই আলোচনায় ব্যবসায়ী নেতাদের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরাও তাদের মতামত তুলে ধরেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান বলেন, মেডিকেল রিপোর্ট (করোনার) মিথ্যা হওয়ায় আমাদের ভাবমূর্তির ওপর আঘাত নিয়ে আসবে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের লজ্জায় ফেলে দেবে। আমরা যতই উন্নতি করি, যদি বৈশ্বিক এরিয়াতে (এই কারণে) প্রবেশ করতে না পারি, তবে অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা করোনার এই ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে দেশের সার্বিক ব্যবসা বাণিজ্যে গতি আনার লক্ষ্যে ব্যবসা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে সংস্কারের দাবি জানান। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষেত্রে করের ভার ও নতুন শর্ত কিংবা বাধ্যবাধকতা আরোপ করায় নিজেদের অসন্তোষের কথা জানান। তারা বলেন, এনবিআরের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার কারণে আবার ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ তৈরি হবে। ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, এই দেশে করের হার সবচেয়ে বেশি। অগ্রিম আয়কর ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই, কিন্তু এখানে আছে। সংগঠনের আরেক সাবেক সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম বলেন, এই বৈশ্বিক মহামারী অবস্থায় এনবিআরকে বিশাল রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। এখন 'অত্যাচার' চালাবে আমাদের ওপর। একদিকে বলছি বাঁচাতে হবে, অন্যদিকে টেনে ধরে রাখছি। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. মাশরুর রিয়াজও বাংলাদেশে করহার অনেক বেশি বলে মন্তব্য করেন। প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী দেশগুলোর করহার ব্যবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, করহার এত বেশি হলে বিনিয়োগ আনা কঠিন। অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিতে হলে মধ্যমেয়াদি কৌশল নেওয়া ছাড়াও বৈদেশিক বিনিময় হার, বিরোধ নিষ্পত্তি, কোম্পানি আইনের মতো বিষয়গুলোকে বাস্তবতার নিরিখে সংস্কারের পরামর্শ দেন তিনি। একই সঙ্গে ধুঁকতে থাকা আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে কঠোর হওয়ারও পরামর্শ দেন।

শামস মাহমুদ অপেক্ষাকৃত ছোট উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার আওতায় ঋণ পাওয়া সহজ করতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করার পাশাপাশি আর্থিক খাত তদারকির লক্ষ্যে ফাইনান্সিয়াল সেক্টর অ্যাডভাইজরি কমিটি (এফএসএসি) গঠনের তাগিদ দেন।

এ সময় পরিকল্পনামন্ত্রী করোনা পরিস্থিতির সহসা উত্তরণ না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে এর সঙ্গে মানিয়ে চলার ওপর গুরুত্ব দেন। করোনাকে এক ধরনের নির্বিষ সাপের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, এটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাস করতে হবে। এখন এই চিন্তা করতে হবে।